দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 03 2003

মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রসঙ্গে

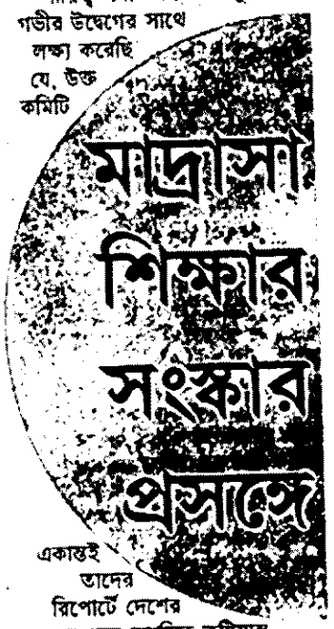

বর্তমান প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থারূপে দাঁড় করানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বিমাতাসুলভ মনোভাব তুলে নিয়ে সরকারের সুষম দৃষ্টি থাকলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই দেশ ও জাতিকে উপহার দিতে পারবে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি। যারা উত্তম যোগ্যতা ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে। সরকারকে এ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনে যা করা প্রয়োজন তা হল ঃ

১. কারিকুলাম ও সিলেবাস পুনর্গঠন ঃ ইসলামী বিশ্ব ও আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য দেশের কারিকুলাম ও সিলেবাসের আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম ঢেলে সাজাতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পড়াতে হবে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা, আরবী ও ইংরেজীকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আধুনিক বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক পড়ানো যেতে পারে। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার মত ফাযিল শ্রেণীকে তিন বছরের পাস কোর্স ও চার বছরের অনার্স কোর্স করতে হবে। আর কামিলকে এক বছরের মাস্টার্স কোর্সের মত করতে হবে। এক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান, হাদীস বিজ্ঞান, শরীয়া বিজ্ঞান, দাওয়াহ ও ধর্মতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামী দর্শন শাস্ত্র, ভূগোল, পরিবেশ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, আরবী ভাষাতত্ত্ব, আইন ও বিচার বিজ্ঞান, ইসলামী ও আধুনিক রাজনীতি বিজ্ঞান, ইসলামী তথ্য বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং ও কামিলে মাস্টার্স ডিগ্রী চালু করতে হবে। দাখিল ও আলিম শ্রেণীতে যথারীতি বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শাখা হতে হবে। বাংলা ও ইংরেজীকে ফাযিল পাস ও সম্মান পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এবং কামিল শ্রেণীতে থিসিস গ্রুপ করা যেতে পারে। কামিল পাসের পর যথারীতি এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা করার সুযোগ রাখতে হবে।

২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ সাধারণ শিক্ষার মত ইবতেদায়ী শিক্ষকদের জন্য পিটিআই সমমানের প্রশিক্ষণ এবং দাখিল ও আলিম শ্রেণীর শিক্ষকদের জন্য বিএড-এমএড ডিগ্রীর সমমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষক ইনস্টিটিউট ছয়টি বিভাগীয় শহরে প্রতিষ্ঠা করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারীভাবে সমান মর্যাদা প্রদান ঃ এক্ষেত্রে দাখিল ও আলিমকে যেভাবে এসএসসি ও এইচএসসি'র সমমান দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে ফাযিল-কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান দিতে হবে।

৪. নিয়ন্ত্রণকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঃ মাদ্রাসা শিক্ষাকে উপযুক্ত মানে উন্নীত করা ও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবী। আর তা দেশের প্রাণকেন্দ্র রাজধানীকেন্দ্রিকই হতে হবে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই মাদ্রাসা শিক্ষার মূল স্রোতধারা ঠিক রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা ও সাধারণ শিক্ষার সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং ফাযিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান দেয়ার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুষ্টিয়া) ভিসি-প্রফেসর ডঃ মুস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। সরকার ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাসমূহের নিয়ন্ত্রণের জন্য উক্ত কমিটিকে ঢাকায় একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় কখন, কোথায় ও কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তা নিরূপণের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করে। কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, উক্ত কমিটি একান্তই তাদের রিপোর্টে দেশের একপ্রান্তে অবস্থিত কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাসমূহকে অধিভুক্তকরণের প্রস্তাব করেছে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রস্তাবের পক্ষে অনেক যুক্তি থাকলেও এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করছে হীনম্মন্যতা ও অদূরদর্শিতা। কেননা কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের এক প্রান্তে। তাছাড়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয় নিজের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়েই ব্যস্ত। এমতাবস্থায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সমগ্র দেশের মাদ্রাসাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তাছাড়া একজন প্রো-ভিসির তত্ত্বাবধানে গাজীপুরস্থ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে উইং সৃষ্টি করলে ত্রিমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। যেমন কোন সিদ্ধান্তের জন্য চেয়ে থাকতে হবে কুষ্টিয়ার পানে। কখন সিদ্ধান্ত আসবে সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ওয়ার্কস কমিটি, অর্থ কমিটি সর্বোপরি ভিসি মহোদয়ের। তারপর আছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা।

❑ মাওলানা মোহাম্মদ নূরুজ্জামান